বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-৪

তারিখঃ ৩০ আষাড় ১৪২২ / ১৪ জুলাই ২০১৫

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়:

Master Circular on SME Financing

ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগের সংজ্ঞা, এসএমই অর্থায়ন, নারী উদ্যোগ ও বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে দেশে এসএমই অর্থায়নকে আরো বেশি সুসংহত, উদ্যোক্তা বান্ধব, সময়োপযোগী ও সার্বিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি টেকসই ধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে জারীকৃত নির্দেশনাসমূহের অধিকতর সংশোধন ও বিভিন্ন সময়োপযোগী নতুন নতুন নির্দেশনা সংযোজনপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগে বর্তমানে প্রচলিত এবং সম্প্রতি গঠিত হওয়া "কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়নে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ একীভূত করে এই সমন্বিত সার্কুলার জারী করা হল।

১। কুটির , মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ এবং এসএমই ঋণের সংজ্ঞা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প নীতি ২০১০ এ প্রদত্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞার আলোকে বাংলাদেশের সকল ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুসরণের জন্য কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ এর সংজ্ঞা নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হল:

১.১ মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ

১.১.১ ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে "মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ" (Medium Industry/Enterprise) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকার অধিক এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০-২৫০ জন শ্রমিক/কর্মী নিয়োজিত রয়েছে।

১.১.২ সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০-১০০ জন শ্রমিক/কর্মী নিয়োজিত রয়েছে।

১.১.৩ ব্যবসার ক্ষেত্রে "মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ" বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে ১১-৫০ জন শ্রমিক/কর্মী নিয়োজিত রয়েছে।

১.১.৪ কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড মাঝারি শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি বৃহৎ শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে ।

১.১.৫ ম্যানুফ্যাকচারিং/সেবা/ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের (জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে) মূল্যের ক্ষেত্রে যেখানে মাঝারি শিল্প/উদ্যোগের সীমা শেষ, এর পর থেকে বৃহৎ শিল্প/উদ্যোগের নিম্ন সীমা শুরু হবে ।

১.২ ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগ

১.২.১ ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগ" (Small Industry/Enterprise) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫-৯৯ জন শ্রমিক/কর্মী কাজ করে।

১.২.২ সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগ" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০-৪৯ জন শ্রমিক/কর্মী কাজ করে।

১.২.৩ ব্যবসার ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগ" বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে ৬-১০ জন শ্রমিক/কর্মী কাজ করে।

১.২.৪ কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড ক্ষুদ্র শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি মাঝারি শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

১.২.৫ ম্যানুফ্যাকচারিং/সেবা/ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের (জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে) মূল্যের ক্ষেত্রে যেখানে ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগের সীমা শেষ এর পর থেকে মাঝারি শিল্প/উদ্যোগের নিম্ন সীমা শুরু হবে।

১.৩ মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ

১.৩.১ "মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ" (Micro Industry/Enterprise) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০-২৪ জন বা তার কম সংখ্যক শ্রমিক/কর্মী কাজ করে।

১.৩.২ সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার কম কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০ জন এর কম শ্রমিক/কর্মী কাজ করে।

১.৩.৩ ব্যবসার ক্ষেত্রে "মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ" বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার কম কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে ৫ জন বা এর কম শ্রমিক/কর্মী কাজ করে।

১.৩.৪ কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড মাইক্রো শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

১.৩.৫ ম্যানুফ্যাকচারিং/সেবা/ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের (জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে) মূল্যের ক্ষেত্রে যেখানে মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগের সীমা শেষ তার পর থেকে ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগের নিম্ন সীমা শুরু হবে।

১.৪ কুটির শিল্প/উদ্যোগ

১.৪.১ কুটির শিল্প/উদ্যোগ (Cottage Industry/Enterprise) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য বিশিষ্ট সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে জনবল সর্বোচ্চ ১০ জন এর অধিক নহে।

১.৪.২ কোনো একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদন্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

১.৫ নারী উদ্যোগ

যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্ত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা 'জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে' অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং ঐ উদ্যোগটি নারী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৬ গ্রুপ অব কোম্পানীজ এর অধীন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এককভাবে ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প/উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য ওই গ্রুপ অব কোম্পানীজ এর একীভূত জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ উপরোক্ত ১.১, ১.২, ১.৩ ও ১.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংখ্যার অনুরূপ হতে হবে। গ্রুপ এর সংজ্ঞা নির্ধারণে বিআরপিডি সার্কুলার নং: ২, ২০১২ এর অনুচ্ছেদ (e) প্রযোজ্য হবে।

১.৭ কুটির ও মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগের অন্তর্ভুক্তি

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ/শিল্পের ন্যায় কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগ/শিল্প অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অত্র সার্কুলারে ক্ষুদ্র বলতে সামগ্রিকভাবে সার্কুলারের ১.২, ১.৩ ও ১.৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাকে বুঝাবে।

১.৮ এসএমই ঋণ

অত্র সার্কুলারের ১.১, ১.২, ১.৩ ও ১.৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কিংবা ভবিষ্যৎ এ সংশোধিত/পরিমার্জিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প/উদ্যোগে প্রদত্ত প্রাতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক যেকোন ধরণের ঋণ এসএমই ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

২। ব্যাংকিং ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এসএমই অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট সাধারণ নির্দেশনাবলী

২.১ সামগ্রিকভাবে এসএমই খাতে অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকার হচ্ছে কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ, নারী উদ্যোগ, গ্রামীণ উদ্যোগ, ক্লাষ্টারভিত্তিক উদ্যোগ, কৃষিভিত্তিক ও কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, শ্রমঘন ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ, আমদানী বিকল্প পণ্য উৎপাদন, রপ্তানীমুখী উদ্যোগ, উদ্ভাবনী নতুন উদ্যোগ ও আইটি এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগে অর্থায়ন বৃদ্ধি। সামাজিক অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক বাধার কারণে যেসব প্রান্তিক উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠি আর্থিক সেবা হতে বঞ্চিত রয়েছে তাদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের অপর একটি অগ্রাধিকার এলাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের এসএমই ব্যাংকিং কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপরোক্ত অগ্রাধিকারসমূহ যথাযথ বিবেচনায় রাখতে হবে।

২.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনায় ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বছরের শুরুতেই তাদের মোট বিতরণযোগ্য ঋণের মধ্যে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। ব্যাংকের সামগ্রিক ঋণ পোর্টফোলিওতে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ স্থিতির শতকরা কাঙ্খিত হার হচ্ছে অন্যূন ২০%। আগামী ৫ বছরের মধ্যে এ হার অন্যূন ২৫% এ উন্নীত করার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২.৩ সামগ্রিকভাবে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণে মাঝারি খাতের চেয়ে ক্ষুদ্র খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসএমই খাতে সামগ্রিক অর্থায়নের অন্যূন ৫০% কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। এসএমই ঋণ পোর্টফোলিওর খাতভিত্তিক কাঙ্খিত গঠন হবে ম্যানুফ্যাকচারিং অন্যূন ৩০%, সেবা অন্যূন ১৫% এবং ব্যবসা সর্বোচ্চ ৫৫%। মোট এসএমই ঋণের মধ্যে এসএমই নারী উদ্যোক্তা ঋণের কাঙ্খিত হার হবে ন্যূনতম ১০%। আগামী ৫ বছরে এ হার ১৫% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত গঠন এসএমই পারফরম্যান্স মূল্যায়নে নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

২.৪ ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে তাদের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে শাখাওয়ারী, জেলাওয়ারী এবং বিবিধ খাতওয়ারী বিভাজনপূর্বক তা পৃথক পৃথকভাবে অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা, গ্রামাঞ্চল, পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক এলাকাগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।

২.৫ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে প্রতিটি ব্যাংক/অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ খাতে অর্থায়নে আলাদা ব্যবসায়িক কৌশল (business strategy) প্রণয়নসহ ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণার্থে দলিলাদি সম্পাদনে যথাসম্ভব স্বল্প আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করবে। পূর্ণ ঋণ আবেদন প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের নীতি গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হলো, তবে Environmental Risk Management (ERM) Guidelines অনুযায়ী Environmental Due-Diligence Checklist প্রযোজ্য হলে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে এই সময়সীমা শিথিলযোগ্য।

২.৬ কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে ঋণের সর্বনিম্ন সীমা যথাক্রমে ৳ ১০,০০০/-, ৳ ২০,০০০/- ও ৳ ৫০,০০০/- হবে এবং সর্বোচ্চ সীমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

২.৭ ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের স্ব স্ব ব্যবসায়িক কৌশলের আলোকে কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের গ্রাহকদের চাহিদা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের প্রকৃতি অনুযায়ী ঋণ/সঞ্চয় পণ্য (Product) উন্নয়ন ও বিপণনে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন্স অনুসরণ করতে হবে। এখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক চলতি হিসাব ও সঞ্চয়ী হিসাবসমূহকে অত্র সার্কুলারে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী চিহ্নিত করতে হবে এবং ত্রৈমাসিক এসএমই প্রতিবেদনের সাথে এ তথ্য প্রদান করতে হবে [সংযোজনী-৪]। এসএমই গ্রাহকদের বিশেষ করে কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র গ্রাহকদের ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। হিসাব খোলা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রযোজ্য নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

২.৮ ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক পণ্য বা সেবা কেন্দ্র করে ক্লাষ্টারভিত্তিক অর্থায়নে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশন সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.৯ গ্রাহকের চাহিদার ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তার আলোকে ব্যাংকার-গ্রাহক আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিক সময়ের জন্য গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করতে হবে।

২.১০ ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সে এসএমই ঋণ আলাদাভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

২.১১ প্রতিটি এসএমই ঋণ অনুমোদন পত্রে নামিক হারের পাশাপাশি ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার চার্জ, ফি ও অগ্রিম কিস্তি সহ ঋণের কার্যকর সুদ হার (Effective Interest Rate) এবং সুদ হার নির্ধারণ পদ্ধতি (e.g., Declining balance method) উল্লেখ করতে হবে।

২.১২ ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের সকল শাখায় কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও অগ্রাধিকার গ্রাহকদের জন্য SME Help Desk কার্যকর করার মাধ্যমে ব্যাংকিং ও ব্যবসায় পরামর্শ সহায়তা সেবা ব্যবস্থা (Banking and Business Advisory Services System) চালু করতে হবে।

২.১৩ যথাযথভাবে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখার সমন্বয়ে তিনস্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করবে।

২.১৪ বাংলাদেশ ব্যাংককে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এসএমই সংক্রান্ত যে তথ্য দেয়া হয় তা এখন থেকে সংযুক্ত ছক [সংযোজনী-২] অনুযায়ী নিয়মিতভাবে ত্রৈমাস শেষের পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২.১৫ কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে ঋণ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক/অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তদারকী ব্যয় (Supervision Cost) হ্রাস করার লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ বিতরণ ও আদায়ে এনজিও কিংবা সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালার আওতায় এজেন্ট ব্যাংকিং কাজের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত এজেন্টদের সহায়তা গ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই ব্যাংকিং বিষয়ে উদ্ভাবনী পণ্য উন্নয়ন, বিপণন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঋণ আদায় কৌশল অবলম্বন করবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি উৎসাহিত করা হচ্ছে।

২.১৬ এসএমই খাতের একটি সম্ভাবনাময় দিক হল আইটি খাত। আইটি খাতে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড উন্নয়নে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে । আইটি খাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ এ খাতে অর্থায়ন করে যত দ্রুত সম্ভব এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এমতাবস্থায়, কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী আইটি উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

২.১৭ এসএমই ব্যাংকিং ও এসএমই অর্থায়ন একটি নতুন ধারণা যা ব্যাংকার ও উদ্যোক্তাদের নিকট সুপরিচিত নয়। প্রত্যেক ব্যাংককে তাদের স্ব স্ব কর্মীদের এসএমই ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতন ও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁর এসএমই গ্রাহকদের ব্যবসায়িক ও ব্যাংকিং বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২.১৮ এসএমই গ্রাহকদের প্রাতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক হিসাব খোলার এবং ঋণ আবেদন পত্র অন্যান্য গ্রাহকের আবেদন পত্র হতে ভিন্ন হতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ আবেদন পত্র ভিন্ন রং এর কিংবা আবেদনপত্রের উপরে এসএমই লেখা মুদ্রিত থাকতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক হিসাব খোলার আবেদনপত্র এসএমই হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য যেকোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত আবেদনপত্র বাংলাকরণ বিষয়ক নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২.১৯ সকল ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব এসএমই গ্রাহকদের ডাটাবেজ গড়ে তুলবে। ডাটাবেজে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান/মালিকের ব্যক্তিগত/ ব্যবসায়িক তথ্য, সঞ্চয় ও ঋণ বিষয়ক তথ্য এবং ব্যবসায়িক সাফল্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে। এ ডাটাবেজ ব্যাংকের নিজস্ব কোর ব্যাংকিং সফ্টওয়্যারে সমন্বিত করবে।

২.২০ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার টুলস্ হিসেবে এসএমই রেটিং এর ব্যবহার একটি সম্ভাব্য বিকল্প/সহযোগী পন্থা বলে বিবেচিত। বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ব্যাংকিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার এ টুলস্ এর ব্যবহার উৎসাহিত করছে। এ ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ ০১ জানুয়ারী, ২০১৪ অনুসরণীয় হবে।

২.২১ এ সার্কুলারে উল্লিখিত পরিবর্তনসমূহ ব্যতিরেকে বাংলাদেশের ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যাংকিং কার্যক্রমে প্রযোজ্য সাধারণ প্রুডেনশিয়াল বিধিমালা ও বিশেষভাবে এসএমই খাতের জন্য বিদ্যমান প্রুডেনশিয়াল বিধিমালা পরিপালন পরবর্তীতে কোন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

২.২২ এসএমই খাতে ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক সফলতাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে আমলে নেয়া হবে।

২.২৩ এসএমই গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং যথাযথভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসএমই গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ নীতিমালা ও চার্টার প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রতিটি শাখায় গ্রাহক সেবা চার্টার প্রদর্শন ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক এসএমই সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

২.২৪ প্রতিটি ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার নীতি গ্রহণ করতে হবে। এই নীতি অনুযায়ী কোন গ্রাহকের আবেদনকৃত এসএমই ঋণ ব্যাংক/অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে গ্রাহক ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পরবর্তী ধাপের নিকট বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবেন। ঋণ আবেদন চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে ব্যাংক/অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণ গ্রাহককে অবহিত করবেন।

৩। মহিলা ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশনাসমূহঃ

৩.১ এসএমই খাতে অর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় দেশের শিল্প উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পৃথক ব্যবসায়িক কৌশল গ্রহণসহ নারী উদ্যোক্তাদের উপযোগী ঋণ প্রডাক্ট উদ্ভাবন ও বিপণনে ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের সকল ধরনের ঋণ আবেদনপত্রসমূহ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করবে।

৩.৩ প্রতিটি ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখায় আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur's Dedicated Help Desk' স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল (সম্ভব ক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তা) নিয়োগ করে তাদেরকে এসএমই খাতে অর্থায়নে সহায়ক ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মহিলা উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করে ২৫.০০ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণ সুবিধা সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গ্রুপ জামানত বা সামাজিক জামানত গ্রহণের বিষয়টি ব্যাংক বিবেচনা করতে পারে।

৩.৫ বাংলাদশে ব্যাংক গ্রুপ/ক্লাষ্টারভিত্তিক ঋণ বিতরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে । এ নীতিমালায় একক কুটির শিল্প উদ্যোক্তার ঋণের নিম্ন সীমা হচ্ছে ১০,০০০/- টাকা । মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে গ্রুপ ভিত্তিতে এসএমই ঋণ বিতরণ করা যাবে। গ্রুপ ভিত্তিক বিতরণকৃত ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩.৬ গ্রুপের সদস্য সংখ্যা, গ্রুপ ভিত্তিক ঋণের পরিমাণ, ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রুডেনশিয়াল গাইডলাইন্স, ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিধিবিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে ।

৩.৭ নারী উদ্যোক্তা অর্থায়নের উদ্দেশ্যে আলাদা Business Segment/Women Entrepreneurs' Financing Unit গঠনের বিষয়টি ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারে। এ লক্ষ্যে, নারী উদ্যোক্তা অর্থায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নীতিমালা প্রস্তুত করবে।

৩.৮ প্রতিটি ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তা অর্থায়ন বিষয়ে তাদের পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন, প্রচার ও পরিপালন করবে।

৩.৯ নারী উদ্যোক্তাদের সকল প্রকার সেবা প্রদান, ক্ষুদ্র ও কুটির স্তরের নারী উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প ও সেবা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণে উদ্যোগী ভূমিকা পালন, প্রমোশনাল কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি এবং তা অর্জন, নারী উদ্যোক্তাদের ক্লাস্টার খুঁজে বের করে তাদের ঋণ কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্তিসহ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে সূচারুরূপে এবং অধিকতর গুরুত্ব সহকারে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে (যদি থাকে) একটি "নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট" (Women Entrepreneur Development Unit) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবিত ইউনিট শাখা পর্যায়ের Women Entrepreneur Dedicated Desk/Help Desk-সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করবে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটে নারী কর্মকর্তা নিয়োজিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

৩.১০ সকল ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা কর্তৃক শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যুনতম ০৩ (তিন) জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী কিংবা নারী উদ্যোক্তাকে খুঁজে বের করতে হবে যারা ইতঃপূর্বে কোন ব্যাংক বা নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেননি। তবে এ সংখ্যা আরো বেশী হলে ব্যাংক প্রশংসিত হবে।

৩.১১ নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী শিল্প/সেবা/ব্যবসা কার্যক্রম নির্বাচন, মূলধন সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় পরিচালনা, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বা সেবা বাজারজাতকরণ, ব্যাংকে হিসাব খোলা ও লেনদেনের পদ্ধতিসহ সার্বিক বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির (Capacity Building) লক্ষ্যে ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে অথবা প্রয়োজনে আঞ্চলিক পর্যায়ে কয়েকটি ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিসিক,এসএমই ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, Small and Cottage Industries Training Institute (SCITI), বিভিন্ন ব্যবসায়িক চেম্বার/এসোসিয়েশন, নারী উদ্যোক্তা চেম্বার/এসোসিয়েশনসহ অনুরূপ সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। এ জন্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

৩.১২ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ঋণ কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা কর্তৃক নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ০৩ (তিন) জন নতুন নারী উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ন্যূনতম ০১ (এক) জনকে কুটির, মাইক্রো অথবা ক্ষুদ্র খাতে ঋণ প্রদান করতে হবে। এ সংখ্যা আরো বেশী হলে ব্যাংক প্রশংসিত হবে। এ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনে নারী উদ্যোক্তাদেরকে গ্রুপ ভিত্তিতেও ঋণ প্রদান করা যাবে। উদ্যোক্তাদের অন্যান্য আর্থিক সেবার চাহিদা পূরণের বিষয়েও ব্যাংক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩.১৩ নতুন নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

৩.১৪ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ/আর্থিক সেবা প্রদান কর্মসূচীর সাফল্য ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের CAMELS Rating-এর এসএমই কার্যক্রমের সাফল্য বিষয়ক Scoring এ প্রতিফলিত হবে।

৩.১৫ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ/আর্থিক সেবা প্রদান কর্মসূচীর অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের 'এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট' এর নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটকে অবহিত করতে হবে।

৪। এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী

৪.১ কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষিখাতের পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন ও তদসংক্রান্ত সহায়ক সেবা প্রদানকারী খাতে নিম্নোক্ত শর্তে তফসিলী ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক 'কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে:

৪.১.১ অত্র পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় আগ্রহী ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান (Participating Institution) হিসেবে গণ্য হবে। এ অংশগ্রহণ চুক্তি দ্বারা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অত্র স্কীমের আওতায় সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারীকৃত সকল নীতিমালার পরিপালন ও গৃহীত সমুদয় ঋণের সুদসহ পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১.২ এ স্কীমের আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে ১০০% পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

৪.১.৩ অত্র স্কীমের আওতায় অর্থায়নযোগ্য কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতাঃ

ক) কৃষিভিত্তিক শিল্পটিকে দেশের সকল বিভাগীয় সদর, নারায়ণগঞ্জ শহর ও ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে অবস্থিত হতে হবে;

খ) কৃষিভিত্তিক শিল্পটির স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ (ভূমি ও ইমারতের মূল্য ব্যতীয়) অনুর্ধ্ব ১০ কোটি টাকা হতে হবে;

গ) কৃষিভিত্তিক শিল্পটিকে এ প্রজ্ঞাপনের সাথে সংযুক্ত 'কৃষিভিত্তিক শিল্পের তালিকা [সংযোজনী-৬] এ বর্ণিত এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। উল্লেখ্য তালিকাটি সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ নয়। তালিকা বহির্ভূত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য উপযোগী শিল্পে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতেও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হতে পারে। এছাড়াও সময়ে সময়ে বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন নতুন কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতকে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

৪.১.৪ অত্র স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে অর্থায়নের বিপরীতে গৃহীত সুদের হার ব্যাংক হার (বর্তমানে ৫%) এর চেয়ে সর্বোচ্চ ৫% অধিক হার অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১০% প্রযোজ্য হবে।

৪.১.৫ এ স্কীমের আওতায় চলতি মুলধন, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ অর্থায়ন করা যাবে। চলতি মুলধন ঋণ ১ বছর মেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী ঋণ সর্বনিম্ন ২ বছর হতে সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সর্বনিম্ন ৪ বছর হতে সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদী হতে হবে।

৪.১.৬ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানপূর্বক প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনানুসারে পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরীর পূর্বে বা পরে এ সংক্রান্ত বিস্তৃত দলিলাদি তলব বা প্রকল্প পরিদর্শন করতে পারবে। পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের নমুনা [সংযোজনী-৯] এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

৪.১.৭ আলোচ্য তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থ নিম্নরূপে পরিশোধযোগ্য হবে:

ক) চলতি মুলধন ঋণ: ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ১ বছর পূর্তিতে প্রযোজ্য সুদসহ পরিশোধযোগ্য;

খ) মধ্যম মেয়াদী ঋণ: গ্রাহক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণে প্রদত্ত গ্রেস পিরিয়ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিএফআই পর্যায়ে গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে। গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা না হলে ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে সমান ৮ কিংবা ১২ টি, ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড হলে সমান ৭ কিংবা ১১ টি এবং ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড হলে সমান ৬ কিংবা ১০ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য;

গ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ: গ্রাহক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণে প্রদত্ত গ্রেস পিরিয়ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিএফআই পর্যায়ে গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে। গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা না হলে ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে সমান ১৬ কিংবা ২০ টি, ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড হলে সমান ১৫ কিংবা ১৯ টি এবং ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড হলে সমান ১৪ কিংবা ১৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

৪.১.৮ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের উপর প্রচলিত ব্যাংক হারে (Prevailing Bank Rate) সুদ প্রযোজ্য হবে।

৪.১.৯ আদায়সূচী অনুযায়ী সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

৪.১.১০ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতিপত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতিপত্র পুনঃঅর্থায়ন বাবদ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনানুসারে আদায়যোগ্য অন্যান্য খরচ, চার্জ বা ব্যয়সমূহ (যদি কিছু থাকে) বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে। যেকোন সময় আকলন স্থিতি অথবা কোন আংশিক পরিশোধ অথবা হিসেবে কম-বেশি অথবা জামানতের কোন অংশ প্রত্যাহৃত হলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ঋণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিপত্র চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে।

৪.১.১১ ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইকুইটি অনুপাত, মার্জিন ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকীর ব্যাপারে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিধি বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

৪.১.১২ কোন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান যদি ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আলাচ্য স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে তবে উক্ত রূপে গৃহীত অর্থ ব্যাংক হার অপেক্ষা ৫% অধিক হারে সুদসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

৪.১.১৩ পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরবরাহ করবে।

৪.২ স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

দেশে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে “ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা” খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তফসিলী ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান চালু রয়েছে। অত্র স্কীমের বৈশিষ্ট্য ও এর আওতায় পুনঃঅর্থায়নের শর্তাবলী নিম্নরুপ:

৪.২.১ অত্র পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় আগ্রহী ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান (Participating Institution) হিসেবে গণ্য হবে। এ অংশগ্রহণ চুক্তি দ্বারা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অত্র স্কীমের আওতায় সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারীকৃত সকল নীতিমালার পরিপালন ও গৃহীত সমুদয় ঋণের সুদসহ পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২.২ বর্তমান সার্কুলারের ১নং অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগ-এ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের বিপরীতে অত্র স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। একই সার্কুলারে প্রদত্ত নারী শিল্প উদ্যোক্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষুদ্র, কুটির ও মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগের নারী প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে। সময়ে সময়ে বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত পরিমার্জিত সংজ্ঞা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৪.২.৩ পুনঃঅর্থায়নের হার:

ক) এ স্কীমের আওতায় কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে অর্থায়নের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

খ) নারী উদ্যোক্তাগণকে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে অর্থায়নের বিপরীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে। তবে তহবিল স্বল্পতা দেখা দিলে এক্ষেত্রে শিল্প ও সেবা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

গ) নারী উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্যান্য উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে শুধু শিল্প ও সেবা খাতে তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে ১০০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে।

ঘ) সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশ ও বিপণনে নিয়োজিত মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের বিপরীতে তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস কিংবা কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বা তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এরূপ লেখা সৃজনশীল বলে গণ্য করা যাবে না। পুনঃঅর্থায়নের আওতায় প্রকাশিত এ ধরণের গ্রন্থের উপযুক্ত স্থানে 'বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় অর্থায়িত' কথাটি সৌজন্যমূলকভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

৪.২.৪ ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ স্কীমের আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্যূন ১৫% বরাদ্দ থাকবে।

৪.২.৫ কোন একক নারী উদ্যোক্তাকে এককভাবে কুটির, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র খাতে অর্থায়ন করা না গেলে একাধিক নারী উদ্যোক্তাকে গ্রুপ ভিত্তিতে অর্থায়নের বিপরীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান অত্র স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন আবেদন করতে পারবে।

৪.২.৬ পুনঃঅর্থায়নের সীমা:

ক) ক্ষুদ্র উদ্যোগে সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে।

খ) কুটির শিল্প উদ্যোগে সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা এবং মাইক্রো শিল্প উদ্যোগে সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে।

গ) প্রতিবন্ধী কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হবে।

৪.২.৭ সুদের হার: কুটির, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র খাতে নারী ও প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে এবং সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশনা ও বিপণনে নিয়োজিত মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে প্রচলিত ব্যাংক হার (Prevailing Bank Rate) এর চেয়ে সর্বোচ্চ ৫% অধিক হারে অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১০% সুদে অর্থায়নের বিপরীতে অত্র স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা যাবে। গ্রুপভিত্তিতে নারী উদোক্তাদের কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে এ স্কীমের আওতায় অর্থায়নের ক্ষেত্রেও একই সুদহার প্রযোজ্য হবে।

৪.২.৮ ঋণের মেয়াদ: এ স্কীমের আওতায় চলতি মূলধন, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ অর্থায়ন করা যাবে। চলতি মূলধন ঋণ ১ বছর মেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী ঋণ সর্বনিম্ন ২ বছর হতে সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সর্বনিম্ন ৪ বছর হতে সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদী হতে হবে।

৪.২.৯ আলোচ্য তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থ নিম্নরূপে পরিশোধযোগ্য হবে:

ক) চলতি মূলধন ঋণ: ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে ১ বছর পূর্তিতে প্রযোজ্য সুদসহ পরিশোধযোগ্য;

খ) মধ্যম মেয়াদী ঋণ: গ্রাহক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণে প্রদত্ত গ্রেস পিরিয়ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিএফআই পর্যায়ে গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে। গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা না হলে ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে সমান ৮ কিংবা ১২ টি, ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড হলে সমান ৭ কিংবা ১১ টি এবং ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড হলে সমান ৬ কিংবা ১০ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য;

গ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ: গ্রাহক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণে প্রদত্ত গ্রেস পিরিয়ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিএফআই পর্যায়ে গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে। গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা না হলে ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে সমান ১৬ কিংবা ২০ টি, ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড হলে সমান ১৫ কিংবা ১৯ টি এবং ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড হলে সমান ১৪ কিংবা ১৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

৪.২.১০ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের উপর প্রচলিত ব্যাংক হারে (Prevailing Bank Rate) সুদ প্রযোজ্য হবে।

৪.২.১১ পরিশোধসূচী অনুযায়ী সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

৪.২.১২ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানপূর্বক প্রতি মাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনানুসারে পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরীর পূর্বে বা পরে এ সংক্রান্ত বিস্তৃত দলিলাদি তলব বা প্রকল্প পরিদর্শন করতে পারবে। পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের নমুনা [সংযোজনী-৭] এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

৪.২.১৩ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতিপত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতিপত্র পুনঃঅর্থায়ন বাবদ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনানুসারে আদায়যোগ্য অন্যান্য খরচ, চার্জ বা ব্যয়সমূহ (যদি কিছু থাকে) বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে। যেকোন সময় আকলন স্থিতি অথবা কোন আংশিক পরিশোধ অথবা হিসেবে কম-বেশি অথবা জামানতের কোন অংশ প্রত্যাহৃত হলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ঋণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিপত্র চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে।

৪.২.১৪ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা নারী শিল্প উদ্যোক্তা হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্যোক্তা নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট Enterprise/Venture সংশ্লিষ্ট সম্পদ (যন্ত্রপাতি বা ব্যবসায়ে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি/কাঁচামাল ইত্যাদি) ও শুধু ব্যক্তিগত জামানত (Personal Guarantee) এর বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনা করতে পারে। প্রয়োজনবোধে Domestic Factoring এর অধিকতর ব্যবহার করা যাবে।

৪.২.১৫ ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইকুইটি অনুপাত, মার্জিন ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকীর ব্যাপারে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিধি বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক বা অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

৪.২.১৬ কোন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান যদি ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আলাচ্য স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে তবে উক্ত রূপে গৃহীত অর্থ ব্যাংক হার অপেক্ষা ৫% অধিক হারে সুদসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

৪.২.১৭ পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরবরাহ করবে।

৪.২.১৮ আলোচ্য স্কীমের তহবিল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি ৬ মাস সময়ের জন্য স্কীমের আওতায় নির্ধারিত খাতে সম্ভাব্য ঋণ বিতরণের পরিমাণ ও তার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ সম্পর্কে একটি আগাম প্রাক্কলন ষান্মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে এই তহবিল থেকে ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আগাম অর্থায়ন বরাদ্দ করবে যা পরবর্তীতে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।

৪.২.১৯ ব্যাংক বা অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই খাতে প্রদত্ত অনুর্ধ্ব ৫০ লক্ষ টাকা ঋণসমূহের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ১০% এর বেশি হলে (পুনঃঅর্থায়নের জন্য পেশকৃত আবেদনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বের ত্রৈমাসিক অন্তে) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না।

৪.২.২০ কনজ্যুমার ঋণ বা ব্যক্তিগত ঋণ (Personal Loan) এর জন্য এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

৪.৩ কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়নকে সংগঠিত করে অধিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলী ব্যাংকসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যাংক ঋণ পাওয়ার সহজগম্যতা না থাকায় স্ব-কর্মসংস্থান তথা উদ্যোগ উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্বপ্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণেচ্ছু উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক “কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল” নামে ১০০.০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।

৪.৩.১ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মহাব্যবস্থাপক, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণে সক্ষম ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেই কেবলমাত্র যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে:

ক) শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের হার ১০% এর নীচে থাকতে হবে;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত হারে মূলধন পর্যাপ্ততা থাকতে হবে;

গ) একক গ্রাহকের বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single borrower exposure limit) সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

ঘ) যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk management) ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৩.২ ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইকুইটি অনুপাত, মার্জিন, ঋণের বিপরীতে বীমাকরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকী ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব বিধি বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে; ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

৪.৩.৩ চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মাসিক ভিত্তিতে অত্র সার্কুলার দ্বারা সংজ্ঞায়িত নতুন উদ্যোক্তাকে তাদের উদ্যোগে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ১০০% পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে পারবে। প্রতি মাসের শেষে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদনের তারিখ থেকে ৬০ দিন পূর্বে প্রদত্ত বিনিয়োগ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

৪.৩.৪ এ তহবিলের আওতায় অত্র সার্কুলারের ১.২, ১.৩ ও ১.৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংজ্ঞানুসারে শিল্প ও সেবা খাতে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির উদ্যোগ পুনঃঅর্থায়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, অত্র পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় সুবিধাভোগী নতুন উদ্যোক্তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে:

ক) প্রস্তাবিত উদ্যোগের বিষয়ে যথাযথ কারিগরি শিক্ষা ও জ্ঞান থাকতে হবে;

খ) প্রস্তাব দাখিলের সময়ে বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে;

গ) প্রস্তাবিত ব্যবসা/উদ্যোগে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকতে হবে; এবং

ঘ) ঋণ আবেদনকারী নতুন উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত কোন সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা পরিচালনা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অথবা অন্যান্য কারিগরি বিষয় (পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি)-এ সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

ঙ) উপরে বর্ণিত (ক)-(গ) শর্তাবলী পূরণে সক্ষম কোন নতুন উদ্যোক্তা সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে থাকলেও ব্যাংক তাঁর নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে উদ্যোক্তার ঋণ ঝুঁকি যাচাই করে ঋণ প্রদান করলে তা অত্র তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়নযোগ্য হবে।

৪.৩.৫ চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বিতরণকৃত চলতি মূলধন ও মেয়াদী ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে সর্বোচ্চ ১০০% পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হবে:

ক) সহায়ক জামানত বিহীন ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা।

খ) সহায়ক জামানত সাপোর্টেড ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা।

৪.৩.৬ সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন উদ্যোক্তা হতে ব্যক্তিগত জামানত (Personal Guarantee), ৩য় পক্ষ জামানত (Third Party Guarantee) কিংবা সামাজিক জামানত গ্রহণ করতে পারবে। সামাজিক জামানতের আওতায় নতুন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও জামানত প্রদান করতে পারবে।

৪.৩.৭ নতুন উদ্যোক্তাকে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ২০% বহন করতে হবে।

৪.৩.৮ এ তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৫%) তহবিল সরবরাহ করবে। গ্রাহক পর্যায়ে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণকারী উদ্যোগের ঋণের সুদহার (ব্যাংক রেট +৫%= ১০%) এর বেশী হতে পারবে না।

৪.৩.৯ আলোচ্য তহবিলের আওতায় নিম্নোক্ত ভিত্তিতে চলতি মূলধন, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পে অর্থায়ন করা যাবে:

ক) চলতি মূলধন ঋণ: চলতি মূলধন ঋণের সর্বোচ্চ সীমা হবে ১ বছর। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ থেকে ১ বছরে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

খ) মধ্য মেয়াদী ঋণ: মধ্যমেয়াদী ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ থেকে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৩ বছরে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

গ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ: দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৫ বছর। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ থেকে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৫ বছরে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

৪.৩.১০ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে প্রদানকৃত ঋণের অনুকূলে সর্বনিম্ন ৩ (তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করতে হবে। তবে উদ্যোগের প্রকৃতি ও ব্যাংকার কাষ্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকও চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরূপ গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করবে।

৪.৩.১১ নিম্নোক্ত উদ্যোগের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে:

ক) নারী উদ্যোক্তা;

খ) উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদ্যোগ;

গ) আইসিটি খাত

ঘ) আমদানী বিকল্প উদ্যোগ

ঙ) রপ্তানীমুখী উদ্যোগ

চ) কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ।

৪.৩.১২ আলোচ্য তহবিলসমূহের সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রাক্কালে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিপত্র (DP Note) প্রদান করতে হবে।

৪.৩.১৩ পরিশোধসূচী অনুযায়ী সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

৪.৩.১৪ পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার এবং নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ছকে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

৪.৩.১৫ ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে কোন ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আলোচ্য তহবিল এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করলে, গৃহীত অর্থ ব্যাংক রেট এর দ্বিগুণ হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে।

৪.৩.১৬ আলোচ্য সার্কুলারে বর্ণিত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাসমূহ অত্র সার্কুলার জারীর পরে সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাবলী পরিপালনের মাধ্যমে বিতরণকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য হবে।

৪.৩.১৭ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থায়নকৃত নতুন উদ্যোক্তাগণকে সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করবেন।

৪.৩.১৮ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগে স্বীকৃতি (accreditation) গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র ও দলিলাদি দাখিল করতে হবে:

ক) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও বিগত তিন বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন;

খ) প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ ;

গ) প্রশিক্ষণ মডিউল;

ঘ) প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বিষয়ে বিবরণ।

৪.৩.১৯ স্বীকৃত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে অনলাইন কিংবা অন্য কোন পন্থায় পরামর্শ প্রদান ব্যবস্থা (মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪.৩.২০ স্বীকৃত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে উদ্যোক্তাদের জন্য ভার্চুয়াল কিংবা ভৌত ইনকিউবেটর স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩.২১ স্বীকৃত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে তাদের কর্তৃক নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত আগ্রহী ঋণ গ্রহণকারী নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণ পরবর্তী ৩ বছর যাবত নিবিড় তত্ত্বাবধান কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে। এ সময়ে অন্ততঃ ষান্মাসিক ভিত্তিতে রিফ্রেসার্স কোর্স এর আয়োজন করতে হবে। এর মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতি জেনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে। এসব তত্ত্বাবধান কর্মসূচিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদেরকে মেন্টর হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

৪.৩.২২ এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণকারী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ গ্রহণকারী নতুন উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত অ-আর্থিক সেবাসমূহের (প্রশিক্ষণ, বিপণন, এডভাইজারী সেবা ইত্যাদি) জন্য ব্যয়িত যুক্তিসংগত ব্যয় সিএসআর ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে, এই ব্যয় এ খাতে বিতরণকৃত মোট ঋণের ১% এর বেশী হবে না।

৪.৩.২৩ আলোচ্য তহবিলের আওতায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যারা স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে আগ্রহী এবং যেসব ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী তাদেরকে এতদুদ্দেশ্যে আবশ্যক দলিলাদি, চুক্তিপত্র, প্রতিশ্রুতিপত্র, পুনঃঅর্থায়নের আবেদনপত্র ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ইত্যাদির নমুনা বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ থেকে সংগ্রহের জন্য পরামর্শ দেয়া হ'ল।

৪.৪ 'কৃষিভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন প্রসঙ্গে

দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, ক্ষুদ্র খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়নকে সুষম ও সংগঠিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়নযোগ্য খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ১৮/০৯/২০১৪ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলের আওতায় 'কৃষিভিত্তিক শিল্প' এবং 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। উল্লিখিত তহবিলের অধীনে ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুচ্ছেদ ৪.১, ৪.২, ৪.৩ এ বর্ণিত নিয়মাবলীর পাশাপাশি নিম্নোক্ত শর্তে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে:

৪.৪.১ এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Participating Financial Institution (PFI)) কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন যোগানের উপর সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বিদ্যমান মুনাফার হার অথবা সময়ে সময়ে বিদ্যমান ব্যাংক হারের মধ্যে যেটি কম সে হারে মুনাফা/মার্কআপ প্রদেয় হবে।

৪.৪.২ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত "Guidelines for Islamic Banking", "Prudential Regulations for Banks" ও "Prudential Regulations for Financial Institutions" এবং অন্যান্য প্রযোজ্য নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

৪.৪.৩ বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচন, বিনিয়োগ মঞ্জুরি, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইকুইটি অনুপাত, মার্জিন, বিনিয়োগের বিপরীতে বীমাকরণ, বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার ও তদারকির ব্যাপারে বিনিয়োগ প্রদানকারী ইসলামী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব বিধি-বিধান, শরীয়াহ্ নীতিমালা ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বিতরণকৃত বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৪.৪.৪ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ অনুমোদনের কপি, গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত Acceptance Letter ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মাসিক ভিত্তিতে অনুমোদিত বিনিয়োগের বিপরীতে তহবিল সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে পারবে। প্রতি মাস শেষে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়ন বরাদ্দের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদনের তারিখ থেকে ৬০ দিন পূর্বে প্রদত্ত বিনিয়োগ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বরাদ্দের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

৪.৪.৫ ফেরতসূচি অনুযায়ী মুনাফাসহ পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

৪.৪.৬. পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বাবদ গৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সংরক্ষণ ও সরবরাহ করবে।

৪.৪.৭ ভূল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে কোন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান আলোচ্য তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করলে উক্ত রূপে গৃহীত অর্থ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের প্রচলিত মুনাফার দ্বিগুণ হারে মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব বিকলনপূর্বক এককালীন ফেরত নেয়া হবে।

৪.৪.৮ আলোচ্য তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ মর্মে আবশ্যক চুক্তিপত্র, প্রতিশ্রুতিপত্র ও তহবিল সহায়তা গ্রহণের আবেদনপত্র ইত্যাদির নমুনা বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৪.৫ জাইকা সহায়তাপুষ্ট "ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস [এফএসপিডিএসএমই]" প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা) এর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার "ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস [এফএসপিডিএসএমই]" প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দ্বি-ধাপ ঋণ তহবিল গঠন করেছে। ৫,০০০ মিলিয়ন ইয়েনের এই ঋণ তহবিলের মূল উদ্দেশ্য এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীল খাতে স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সহায়তা প্রদান করা।

৪.৫.১ রেডিমেড গার্মেন্টস খাতের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ:
সাম্প্রতিক সময়ে মর্মান্তিক রানা প্লাজা দুর্ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট তৈরী পোষাক ও নীটওয়্যার খাতে সমস্যার কারণে তৈরী পোষাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, অত্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ চলমান জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিলের আওতায় শুধুমাত্র তৈরী পোষাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত খাতকে সহায়তা কার্যক্রম প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের অপারেটিং গাইডলাইনস্-এ কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। বিগত ৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে জাইকা, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিজেএমইএ, বিকেএমইএ এবং গণপূর্ত বিভাগ (পিডব্লিউডি) এর মধ্যে "তৈরী পোষাক খাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ কার্যক্রম" বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিজেএমইএ এবং/অথবা বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত তৈরী পোষাক ও নীটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে ১০০-২০০০ জন শ্রমিক কর্মরত আছে এবং যাদের নিজস্ব কারখানা রয়েছে তারা কারখানার সংস্কার, পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপন কাজের জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থায়ন সুবিধা পাবেন। এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল এর আওতায় সাব-লোনের শতভাগ প্রি-ফিন্যান্স আকারে সহায়তা প্রদান করা হবে। সংস্কার, পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপনের বিভিন্ন স্তরে কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত পিডব্লিউডি ও পিএফআই প্রকৌশলীদের প্রত্যায়নপত্র দাখিল সাপেক্ষে অত্র প্রকল্প কর্তৃক কমপক্ষে ৩ (তিন) টি ধাপে অর্থ ছাড় করা হবে।

৪.৫.২ "তৈরী পোষাক খাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ কার্যক্রম" এর আওতায় তৈরী পোষাক খাতে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য অপারেটিং গাইডলাইনস্ এর সংশ্লিষ্ট সকল ধারায় [e.g. Section 2.1.2: Size (page-15); Section 3.1: Terms and Conditions of Sub-Loan (page-17); Annex-VI: Terms and Conditions of Sub-Loans (page-63); Annex-VII: Terms and Conditions of On-Lending Loans (page-64)] সংশোধনী ও সংযোজনী আনয়ন করা হয়েছে ।

৪.৫.৩ দ্বি-ধাপ তহবিলের সকল কার্যক্রম এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের অপারেটিং গাইডলাইন্স অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অপারেটিং গাইডলাইন্সটি এই লিংক হতে ডাউনলোড করা যাবে|

৫। অত্র সার্কুলারের আবশ্যিকভাবে পূরণীয় প্রতিপালনসমূহ প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে তা ব্যাংকের CAMELS Rating এর পরিচালনা অংশে প্রতিফলিত হবে।

এই সার্কুলার অবিলম্বে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(স্বপন কুমার রায়)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০৫০২

সংযোজনী-১

Yearly CMSME Loan Disbursement Target

Name of the Bank/NBFI:

Target Year:

(Amount in Crore BDT)

Division	Area	Cluster Financing Target	Sector and Gender-wise Disbursement Target								
			Cottage Enterprise		Micro Enterprise		Small Enterprise		Medium Enterprise		Total
			Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	
Dhaka	Urban										
	Rural										
Chittagong	Urban										
	Rural										
Rajshahi	Urban										
	Rural										
Khulna	Urban										
	Rural										
Barishal	Urban										
	Rural										
Sylhet	Urban										
	Rural										
Rangpur	Urban										
	Rural										
Total											

Quarterly CMSME Loan Disbursement Statement

Name of the Bank/ NBFI:
Name of the Quarter:

(Figs. in Crore BDT)

Segment	Sub-Sector	Nature of Enterprise	Disbursement (Current Quarter)		Outstanding as on end of the Quarter (As per CL)		Disbursement to New Enterprise (Current Quarter)		Outstanding for New Enterprise	Disbursement without Collateral (Current Quarter)		Outstanding for Without Collateral Disbursement	Disbursement under Refinance (Current Quarter)		Outstannding for Disbursement under refinance	Amount as on end of the Quarter			Rural Disbursement (Current Quarter)	
			Number	Amount	Total Loans	CMSME Loans	Number	Amount		Number	Amount		Number	Amount		Recoverable	Recovery	Classified	number	Amount
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Cottage	Service	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Trade	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Manufacturing	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
Total of Cottage																				
Micro	Service	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Trade	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Manufacturing	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
Total of Micro																				
Small	Service	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Trade	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Manufacturing	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
Total of Small																				
Medium	Service	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Trade	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
	Manufacturing	Male																		
		Female																		
		Subtotal																		
Total of Medium																				
Total		**Male**																		
		Female																		
Grand Total																				

Quarterly Information on CMSME Cluster Financing

Name of the Bank/NBFI:

Name of the Quarter:

(Figs. in Lac BDT)

<table>
<tr><th rowspan="2">Sub sector</th><th rowspan="2">Nature of Enterprise</th><th rowspan="2">No. of Cluster</th><th colspan="2">Disbursement (Current Qr.)</th><th colspan="3">As on end of the Quarter</th></tr>
<tr><th>Number</th><th>Amount</th><th>Outstanding</th><th>Recoverable</th><th>Recovery</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Cottage</td><td>Male</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Female</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Micro</td><td>Male</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Female</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Small</td><td>Male</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Female</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Medium</td><td>Male</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Female</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">Please mention the name and location of clusters:</td></tr>
</table>

Quarterly Statement of CMSME Deposit Mobilization.

Name of the Bank:

Name of the quarter:

Enterprise Category	No. of A/Cs								Amount of Deposits (BDT in Lakh)							
	Current		Savings		Fixed Deposit		Total		Current		Savings		Fixed Deposit		Total	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Cottage																
Micro																
Small																
Medium																
Total																

*Deposit means deposit in the name of enterprise (as per definition of cottage, micro, small and medium enterprises) and not in owner's personal name.

Quarterly Statement of Industrial Loans and Advances
Name of the Bank/FI
Name of Quarter

(BDT in Crore)

Nature of Loans	Size of Industry	Sub-Class of Loans	Loans during the Quarter in Consideration			Balance at the End of Quarter in Consideration		
			Sanctioned	Disbursed	Recovered	Overdue	Outstanding	Classified
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Term Loan	Large Scale Industry	Regular Loans						
		Converted from LTR						
	Medium-Scale Industry	Regular Loans						
		Converted from LTR						
	Small, Micro and Cottage Industry	Regular Loans						
		Converted from LTR						
Working Capital	Large Scale Industry	Regular Loans						
		Converted from LTR						
	Medium-Scale Industry	Regular Loans						
		Converted from LTR						
	Small, Micro and Cottage Industry	Regular Loans						
		Converted from LTR						

Authorized Signature

Authorized Signature

Name of Contact Person:
Designation:
Cell Phone Number:

Quarterly Report of Bank Credit in Agro Based Industries

Name of the Bank/NBFI:

Fiscal Year:

Quarter:

(In Crore)

Total Loan Disbursement in Current Fiscal Year (up to current Qr.)	Annual Target for Agro based Industry Credit	Cumulative Disbursement/Recovery up to Current Qr. in current Fiscal Year				% of Disbursement in Agro based Industries	Agro based industry credit Outstanding after Current Quarter in Current Fiscal Year			Amount of Classified Loans in total outstanding in Agro based Industries	Rate of Interest		Remarks
		Term Loan	Working Capital	Total Disbursement	Total Recovery		Term Loan	Working Capital	Total Outstanding		Working Capital	Term Loan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13

সংযোজনী-৭

স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিতরণকৃত ঋণের বিবরণী

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম:

ত্রৈমাসিকের নাম:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রতিষ্ঠার তারিখ	প্রতিষ্ঠানের অবস্থান/ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরণ	প্রতিষ্ঠানের মালিকদের নাম টেলিফোন নম্বর	অর্থায়নকারী শাখার নাম	প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ (জমি ও ইমারত বাদে)	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (শিল্প/ব্যবসা/সেবা)	প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য/ব্যবসা পণ্য/প্রদত্ত সেবার বিবরণ	ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য	ঋণ সীমা (লক্ষ টাকায়)	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	বিতরণের তারিখ	সুদের হার (%)	ঋণের মেয়াদ (স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘ মেয়াদী)	ঋণের মেয়াদকাল (মাস)	মন্তব্য

কৃষিভিত্তিক শিল্পের তালিকা

০১। প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি) উৎপাদনকারী শিল্প;
০২। ফল (টমেটো, আম, পেয়ারা, ইক্ষু, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি), শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ;
০৩। ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডলস ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ;
০৪। আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ;
০৫। মাশরুম ও স্পিরুলিনা প্রক্রিয়াকরণ;
০৬। স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প;
০৭। দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ (দুধ পাস্তুরিতকরণ, গুড়ো দুধ, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, মিষ্টি, পনির, ঘি, মাখন, চকোলেট, দধি ইত্যাদি);
০৮। আলু থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য (চিপস, পটেটো ফ্লেক্স, স্টার্চ প্রভৃতি) উৎপাদনকারী শিল্প;
০৯। বিভিন্ন গুড়া মসলা উৎপাদনকারী শিল্প;
১০। ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন শিল্প;
১১। লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প;
১২। চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ শিল্প;
১৩। হারবাল ও ভেষজ করমেটিক্স প্রস্তুতকারী শিল্প;
১৪। ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প;
১৫। হাঁস, মুরগি, গবাদি পশু ও মাছের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকারী শিল্প;
১৬। বীজ উৎপাদন, গবেষণা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ;
১৭। পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (যেমন: দড়ি, সুতা, চট, থলে, কার্পেট, পাটের সেন্ডেল প্রভৃতি);
১৮। রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প;
১৯। কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্রশিল্প স্থাপন, মেরামত ইত্যাদি;
২০। চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ শিল্প;
২১। সুগন্ধি চাল প্রস্তুতকরণ শিল্প;
২২। চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প;
২৩। নারিকেল তেল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশিয় নারিকেল হতে সংগৃহীত Copra ব্যবহার করা হয়);
২৪। রাবার টেপ, লাক্ষ্যা প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প;
২৫। কোল্ড স্টোরেজ (কৃষকদের উৎপাদিত খাবার আলু ও বীজ আলু, ফলমূল, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ);
২৬। কাঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি/উৎপাদন (কুটির শিল্প ছাড়া);
২৭। ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান;
২৮। মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান;
২৯। জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি;
৩০। বায়োপেস্টিসাইড, নীম উৎপাদিত পেস্টিসাইড ইত্যাদি তৈরি;
৩১। মৌমাছির চাষ/মধু তৈরির প্রকল্প;
৩২। রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির প্রকল্প;
৩৩। পার্টিকেল বোর্ড প্রস্তুতকরণ শিল্প;
৩৪। সরিষার তেল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশিয় সরিষা ব্যবহার করা হয়);
৩৫। ধানের তুষ, পোল্ট্রি ও গরুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প;
৩৬। চালের কুঁড়া থেকে ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী শিল্প;
৩৭। পোল্ট্রি ও ডেইরি শিল্প।

সংযোজনী-৯

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

'কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরী প্রসঙ্গে

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি	মন্তব্য
১	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম		
২	পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের তারিখ		
৩	অর্থায়ন সময়কাল		
৪	আবেদনকৃত পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ		

ঋণের ধরণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
চলতি মুলধন ঋণ		
মধ্য মেয়াদী ঋণ		
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ		
মোট		

৫ অত্র স্কীমের আওতায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ ও স্থিতি

ঋণের ধরণ	গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন		পুনঃঅর্থায়ন স্থিতি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার
চলতি মুলধন ঋণ				
মধ্য মেয়াদী ঋণ				
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ				
মোট				

৬ অত্র আবেদনের আওতায় অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের উদ্যোক্তা পর্যায়ের বিবরণ

উদ্যোক্তার ধরণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		
নতুন				
পূরাতন				
মোট				

৭ অত্র আবেদনের আওতায় অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের প্রকৃতি

প্রকল্পের ধরণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		
শিল্প				
ব্যবসা				
সেবা				
মোট				

৮ অত্র স্কীম ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য তহবিল হতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

স্কীমের নাম	গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন		পুনঃঅর্থায়ন স্থিতি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
মোট				

৯	পুনঃঅর্থায়নের আওতায় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ খেলাপি কিনা?	

১০

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক তথ্যাদি	টাকার পরিমাণ	তারিখ
প্রয়োজনীয় মুলধন		
বর্তমান মুলধন		
৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত এসএমই ঋণের বকেয়া স্থিতি		
৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত এসএমই ঋণে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ		
৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত এসএমই ঋণের শ্রেণীকৃত ঋণের হার		

সংযোজনী-১০

‘কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম’ এর আওতায় অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের বিবরণ

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম

সময়কাল:

ক্রমিক নং	অর্থায়িত প্রকল্পের নাম	উদ্যোক্তার নাম	প্রকল্পের ঠিকানা	ফোন নম্বর	স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ (ভূমি ও ইমারত ব্যতীত)	কর্মীর সংখ্যা		প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ			ঋণ বিতরণের তারিখ	সুদের হার	ঋণের মেয়াদ (মাস)	নতুন/বিদ্যমান	মন্তব্য
						পুরুষ	মহিলা		চলতি মুলধন	মধ্য মেয়দী	দীর্ঘ মেয়াদী					
								মোট	-	-	-					
								সর্বমোট								